কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের এমপির ভাইকে হত্যার ঘটনায় মামলা

কুষ্টিয়া-১ দৌলতপুর আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড. আ. কা. ম. সরওয়ার জাহান বাদশার ফুপাত ভাই হাসিনুর রহমান হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে।

শনিবার রাতে নিহত হাসিনুর রহমানের মামাত ভাই আব্দুল জব্বার বাদী হয়ে আটক মজিবর রহমান ও তার ছেলে জাহাঙ্গীরসহ অজ্ঞাত আরও ৪-৫ জনকে আসামী করে দৌলতপুর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নং ৩৭। ত্যার ঘটনায় প্রধান আসামী মজিবর রহমান আটক হলেও অন্য আসামীরা পলাতক রয়েছে।

দৌলতপুর থানার ওসি নিশিকান্ত জানান, হাসিনুর রহমান হত্যার ঘটনায় আব্দুল জব্বার বাদী হয়ে মজিবর রহমান ও তার ছেলে জাহাঙ্গীরসহ অজ্ঞাত আরও ৪-৫জনকে আসামী করে হত্যা মামালা দায়ের হয়েছে। এ ঘটনায় মজিবর রহমান আটক হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

এদিকে শনিবার রাত সাড়ে ৭টায় দক্ষিণ–পশ্চিম ফিলিপনগর ফুটবল মাঠে নামাজে জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে হাসিনুর রহমানকে সমাহিত করা হয়।

উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নিজ বাড়ির পার্শ্ববতী ফিলিপনগর ইউনিয়নের ইসলামপুর ঘোষপাড়া মোড়ে পদ্মা নদীর ধারে হাসিনুর রহমান মাছ ক্রয় করতে গেলে মজিবর রহমান পেছন দিক থেকে অতর্কিত হামলা চালিয়ে হাসিনুর রহমানকে ধারাল হাসুয়া দিয়ে এলোপাথাড়ি ভাবে কুপায়।

এসময় হাসিনুর রহমান মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর হাসপাতালে নেয়। পরে সকাল সোয়া ৯টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। খবর পেয়ে দৌলতপুর থানা পুলিশ ইসলাম ঘোষপাড়ায় অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে ঘাতক মজিবর রহমানকে আটক করেছে। সে ইসলামপুর ঘোষপাড়া এলাকার মৃত মতালি মিস্ত্রির ছেলে।

প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সূর্য ব্যবসায়ী সমিতির চড়া সুদের ব্যবসা

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের সাতগাছিতে ২০০৪ সালে কিছু যুবক একত্র হয়ে সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠাতা করে পরে ২০১৬ সালে মিরপুর উপজেলা সমবায় অফিস থেকে রেজিষ্ট্রেশন হয় যার নাম্বার ০৭।

তবে সমবায় অফিসের নিয়ম নীতি কে উপেক্ষা করে বিভিন্ন মাধ্যমকে ম্যানেজ করে উপজেলার ৬ টির অধিক ইউনিয়ন এর গ্রামের অসহায় প্রায় ৩০০ মানুষ কে সুদের বিনিময়ে ঋণ দেন এই সমবায় লিমিটেড যা সম্পূর্ণ অবৈধ। সমবায় অফিস সূত্রে জানাযায় শুধু সদস্যদের মধ্যে অর্থ লেনদেন করা যাবে, কিন্তু সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় লিমিটেড সদস্য বাদেও একাধিক জনের নিকট চড়া সুদে ঋণ দেন।

পরবর্তীতে গরিব মানুষগুলো সময় মত সুদের কিস্তি দিতে না পারলে উক্ত সমবায় লিমিটেডের সদস্যরা বিভিন্ন প্রকার হুমকি দেয় এবং জোরপূর্বক অর্থ আদায় করে নিঃস্ব করে দিচ্ছে হতদরিদ্রদের। এছাড়া এই সমবায় লিমিটেডের পোড়াদহ ইউনিয়নে কার্যক্রম করার অনুমতি না থাকলেও তারা দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক হিসেবে ঋণ দিয়ে আসছে।

উক্ত ঋণ বা সুদের টাকা পরিশোধ করতে অনেকেই খুইয়ে দিচ্ছে গরু- ছাগল ও জমি,যার কারণে দরিদ্ররা হয়ে যাচ্ছে হতদরিদ্র। তবে হাজরাহাটির সাতগাছির একাধিক ব্যক্তির সাথে কথা বলে জানাযায় স্থানীয় রফিকুল ও আব্দুর রহিম এর নেতৃত্বে বেশকিছু যুবক আশেপাশের কয়েকটি ইউনিয়ন এর বিভিন্ন এলাকাতে লক্ষ লক্ষ টাকা চড়া সুদে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের টাকা দিয়েছে যা সুদ ও আসল পরিশোধ করতে অসহায় দরিদ্রদের গলার কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বিষয়ে সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সভাপতি রফিকুল ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বলেন আমরা উপজেলা সমবায় অফিস কে অবগত করে ঋণ দিয়েছি, এছাড়া সদস্য বাদে যাদের ঋণ দিয়েছে তাদের খুব শিগ্রই

সমিতির সদস্য করে নিবো। এসময় তারা আরো বলেন আমাদের কিছু ভুল ও অনিয়ম আছে কিন্তু সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠবো।

এ বিষয়ে মিরপুর উপজেলা সমবায় অফিসার মোছাঃ নাজবিন আখতার বলেন একটা সমবায় সমিতি কখোনো সদস্য বাদে ঋণ প্রদান করতে পারেনা,যদি সূর্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য হয় তাহলে সমবায় সমিতির আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কুষ্টিয়ায় এমপির ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

বিবাদমান দ্বন্দ্বের জের ধরে কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) অ্যাডভোকেট আ ক ম সারওয়ার জাহান বাদশার ফুপাতো ভাই হাসিনুর রহমানকে (৫২) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে

শনিবার সকাল ৭টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর বাজারে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

নিহত হাসিনুর রহমান দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর এলাকার মৃত ডা. জাকির হোসেনের ছেলে। তিনি কুষ্টিয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এলাকা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, কয়েকবছর আগে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উক্ত এলাকায় ঈদের দিন কুপিয়ে শাহাবুল নামের এক যুবককে হত্যা করে প্রতিপক্ষরা।

শাহাবুলের হত্যার পরে দ্বন্দ্ব আরও প্রকোট রূপ নেয়।

শনিবার সকালে হাসিনুর রহমান বাজারে মাছ ক্রয় করছিলেন। এসময় পিছন দিক থেকে নিহত শাহাবুলের বাবা মজিবর রহমান (৪০) তাকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।

এসময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন থেকে সকাল পৌনে ৯টার

দিকে তিনি মারা যান।

দৌলতপুর থানার ওসি তদন্ত নিশিকান্ত জানান, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এমন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। পুলিশ মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে গৃহবধূ হত্যায় প্রতিবেশীর মৃত্যুদণ্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে প্রতিবেশী গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে কলম মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও জায়রা জজ আদালতের বিচারক অরূপ কুমার গোস্বামী জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কলম মোল্লা দৌলতপুর উপজেলার শেহালা গ্রামের মৃত ছাগরত মোল্লার ছেলে। তিনি নিহত গৃহবধূর প্রতিবেশী ছিলেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি কলম মোল্লা পলাতক ছিলেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১২ সালের ২৫ ডিসেম্বর সন্তানদের খেলাধুলা নিয়ে বিরোধের জের ধরে গৃহবধূ পারুলকে ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে প্রতিবেশী কলম মোল্লা।

ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পারুল মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় নিহত পারুল খাতুনের বাবা হাবিল শেখ ওই দিনই দৌতলপুর থানায় কলম মোল্লা ও তার স্ত্রী লিপি খাতুনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি কলম মোল্লার বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেয় পুলিশ এবং লিপি খাতুনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়ায় তাকে মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেয়ার আবেদন করেন।

পরে ২০১৭ সালের ২৫ এপ্রিল অভিযোগ গঠনপূর্বক সাক্ষ্য শুনানি ও বিচারকার্য শুরু করেন আদালত। আসামিপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন

অ্যাডভোকেট মো. মতিয়ার রহমান।

রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী জানান, প্রতিবেশী গৃহবধূকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যান এবং তিনি বিচারের সম্মুখীন হতে ভয় পান।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের ১৪ সাক্ষীর সাক্ষ্য শুনানি শেষে আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমাণিত হওয়ায় সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আদালত।

কুষ্টিয়ায় ট্যাপেন্টা ও ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার

কুষ্টিয়ায় মাদক সম্রাট রাসেল ফার্মেসির মালিক আনোয়ার সাঈদ রাসেলকে (৪০) ফেন্সিডিল, ট্যাপেন্টাসহ আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এ সময় তার কাছ থেকে ১৭৩৬ পিচ ট্যাপেন্টা, ১০ বোতল ফেন্সিডিল ও নগদ ৫লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

বুধবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার নতুন কোর্টপাড়ায় নিজ বাড়ি থেকে তিনকে আটক করা হয়।

আটকৃতরা হলেন নতুন কোটপাড়ার আবু হোসেনের ছেলে আনোয়ার সাঈদ রাসেল, জগতি কৃষকপাড়ার মৃত বদর উদ্দিন বিশ^◌াসের ছেলে আমিরুল ইসলাম ও বটতৈল এলাকার মৃত আখের আলীর ছেলে মহি উদ্দিন।

কুষ্টিয়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সহকারী পরিচালক শিরীন আক্তার বলেন আমিরুল ইসলাম ও মহি উদ্দিনদেরকে ট্যাপেন্টা সহ আটক করে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুপাতে রাসেল ফার্মেসির মালিকের কাছ থেকে ট্যাপেন্টা কিনেছে।

এরই সূত্র ধরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুবায়ের হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের কর্মকতাদের সহযোগিতায় রাসেল ফার্মেসির মালিক আনোয়ার সাঈদ রাসেলের বাড়ী তল্লাশি কালে

১০ বোতল ফেন্সিডিল, ১৭৩৬ পিচ ট্যাপেন্টা টাবলেট, নগদ ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার উদ্ধার করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অভিযান চালিয়ে মাদক সম্রাট ও রাসেল ফার্মেসির মালিক আনোয়ার সাঈদ রাসেলকে আটক করে থানায় হস্তাস্তর করেছে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে মাদক আইন মামলা দায়ের করেছেন।

তিনি আরও বলেন, আনোয়ার সাঈদ রাসেলের বিরুদ্ধে মডেল থানায় বেশকিছু মাদক আইনের মামলা রয়েছে।

এলাকাবাসী জানায়, নতুন কোর্টপাড়াসহ ও উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ইয়াবা, ও ফেন্সিডিল বিক্রি করে আসছে আনোয়ার সাঈদ রাসেল। কিছু প্রভাবশালীদের ছত্রছাঁয়ায় রাসেল দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসায় চালিয়ে আসছে। রাসেল আটক হওয়ায় এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে বলে জানান এলাকাবাসী।

সারাদিন সঙ্গেই ছিল ঘাতক, বুঝতেও পারেনি বশির

বশির উদ্দিনের (৫৫) ভ্যানে করে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন তারই পূর্ব পরিচিত রঞ্জু মন্ডল। দু’জন গল্প করেছেন, এক সাথে চা-ও খেয়েছেন। বশির ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি এই রঞ্জুর হাতেই তার প্রাণ যাবে। কুষ্টিয়ার ভ্যানচালক বশির উদ্দিন হত্যার ঘটনায় আটক রঞ্জু মন্ডল এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে পুলিশকে।

গত মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সকালে সদর উপজেলার চরগোপালপুর-মিটন সড়কের পাশে ধান ক্ষেত থেকে বশির উদ্দিনের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার বাড়ির পাশের উপজেলা কুমারখালীর সাঁওতা গ্রামে।

পরে এ ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। প্রথমে সদর উপেজেলার নগর মোহাম্মদপুর গ্রামে আনজেরা নামে এক গৃহবধূর বাড়ি থেকে বশিরের ভ্যানটি উদ্ধার করে পুলিশ। আনজেরা পুলিশকে জানায়, তার চাচাতো

ভাই রঞ্জু রাতে ভ্যানটি রেখে গেছে। পরে মঙ্গলবার রাতে সাঁওতা গ্রামের শ্বশুরবাড়ি থেকে আটক হন রঞ্জু।

আটক রঞ্জুর বরাত দিয়ে বুধবার দুপরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুর রহমান পুলিশ সুপারের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, নিহত বশির ও ঘাতক রঞ্জুর শ্বশুরবাড়ি একই এলাকায়। এরই সূত্র ধরে দুজনের পরিচয়। রঞ্জু নিজের মায়ের খোঁজ খবর রাখতেন না, ভরণ-পোষণও দিতেন না।

তিনি বেশির ভাগ সময় শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। বশিরের বিষয়টি ভাল লাগেনি। তিনি প্রায়ই মাকে ভরণ-পোষণ দেওয়ার জন্য রঞ্জুকে অনুরোধ করতেন। এতে ক্ষুব্ধ হন রঞ্জু। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। এই ক্ষোভ থেকে বশিরকে হত্যার পরিকল্পনা করেন রঞ্জু।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, গত ২৪ আগস্ট সকালে ২০০ টাকা দিয়ে বশিরের ভ্যান ভাড়া করেন রঞ্জু। তিনি সারা দিন বশিরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেন। এক সাথে চা-ও পান করেন। এক ফাঁকে বিআরবি ক্যাবলস-এর নিকটে ইট কেনা-বেচার দোকানের সামনে এসে প্রসাব করার কথা বলে ভ্যান থেকে নেমে কৌশলে ১টি ইট নিয়ে লুঙ্গির আড়ালে রেখে পুনঃরায় ভ্যানে ওঠেন রঞ্জু।

পরে রাত ১০টার দিকে চরপাড়া মাঠের মধ্যে বাথরুম পেয়েছে বলে বশিরকে ভ্যান থামাতে বলে। তার কথায় ভ্যান থামালে রঞ্জু লুঙ্গির ভেতর থেকে ইট বের করে বশিরের মাথার মাঝখানে সজোরে আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই বশির মারা যায়।

পরে রঞ্জু মৃতদেহটি রাস্তার পাশের ধান ক্ষেতে ফেলে রেখে ভ্যান নিয়ে চলে যায়। ঘাতক রঞ্জু সদর উপজেলার মেটন গ্রামের সালামত মন্ডলের ছেলে।

পাটের ভালো দাম না পাওয়ায়

হতাশ কুষ্টিয়ার চাষিরা

গেল বছর পাটের দাম ভালো পাওয়ায় এবারও কুষ্টিয়ার কৃষকরা পাট চাষ করেছে। তবে পাটের ভালো দাম না পাওয়া্য় হতাশ কুষ্টিয়ার চাষীরা। এছাড়াও অতি বর্ষনে এবারে ফলন তেমন একটা হয়নি।জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে এখন চলছে পাট জাগ দেওয়া ও ধোঁয়ার কাজ।

কৃষকরা জানান, কয়েক বছর আগেও দাম পড়ে যাওয়ায় চাষিরা পাট চাষ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে গত দুই-তিন বছর ধরে পাটের দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবারেও পটের ফলন ভালো হলেও শেষের দিকে অতিমাত্রায় বৃষ্টিপাতের কারনে ফলন কমেছে।

দৌলতপুর উপজেলার পাটচাষী আলতাব জানান, এবারে তিনি ১৫ বিঘা জমিতে পাটের চাষ করেছেন। বিঘাপ্রতি ৭-৮ হাজার টাকা খরচ হয়েছে।পাটের বর্তমান বাজার ১৫শ থেকে ১৭শটাকা পর্যন্ত।এই দামে পাট বিক্রি করলেও হয়তোবা আমার খরচটা উঠে আসবে। যদি বাজার দর আড়াই হাজার টাকা হতে তাহলে বেশ লাভবান হতো বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের হাজরাহাটি এলাকার চাষি আব্দুল্লাহ বলেন, আমি দুই বিঘা জমিতে পাটের আবাদ করেছিলাম। পাট এখনো শুকানো হয়নি।তবে বর্তমান বাজার দর ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৮শ টাকা মণ পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে।তবে লোকসান না হলেও লাভের মুখ আর চোখে দেওয়া হবে না বলেও জানান তিনি।

স্থানীয় পাট অধিদফতরের দেওয়া তথ্য মতে, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ২ হাজার ২৭৮ একর জমিতে বেশি পাটের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে কুষ্টিয়া সদরে ৬ হাজার ৭৯২ একর, কুমারখালীতে ১২ হাজার ৩২৫ একর, খোকসায় ১০ হাজার ৬২১ একর, মিরপুরে ১৭ হাজার ৯২ একর, ভেড়ামারায় ৮ হাজার ৭০৬ একর এবং দৌলতপুর উপজেলায় ৪০ হাজার ৯৭৭ একর জমিতে পাট চাষ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মামুন-অর-রশিদ বলেন, ‘আমরা জেলার প্রায় এক হাজার ৮০০ পাট চাষিদের প্রণোদনা প্রকল্পের মাধ্যমে পাট বীজ, রাসায়নিক সার দেয়া হয়েছে। মূলত পাটের দাম ভালো হওয়ায় চাষিরা পাট চাষে বেশি আগ্রহী হয়েছেন।’

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ রঞ্জন কুমার জানান, এ বছর কুষ্টিয়া জেলায় পাট

চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৪ হাজার ২৩৫ একর জমি। কিন্তু জেলার ৬টি উপজেলায় চলতি মৌসুমে মোট পাটের আবাদ হয়েছে প্রায় ৯৬ হাজার ৫১৩ একর জমিতে।

কুমারখালীতে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে ইউএনওর অভিযান

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বেড়েই চলেছে করোনা রোগীর সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ১৩ জনসহ মোট করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ৩৬৭ জনে।

অন্যদিকে উপজেলায় করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বিস্তার প্রতিরোধে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে বুধবার সকালে উপজেলার বিভিন্ন দোকান ও রাস্তায় ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করেন ইউএনও রাজীবুল ইসলাম খান।

অভিযানে মাস্ক না ব্যবহার করায় সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ ও নির্মূল আইন ২০১৮ অনুযায়ী ১৪ মামলায় ১৪ জনকে মোট ৯ হাজার ৮৫০ টাকা জরিমানা করেন মোবাইল কোর্টে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজীবুল ইসলাম খান বলেন, যতক্ষণ বাইরে আছেন, আবশ্যিক মাস্ক ব্যবহার করুন। মাস্ককে পোশাকের অংশ বিবেচনা করতে হবে। মাস্ক না থাকলে তার কাছে কোনো দোকানদার কিছু বিক্রি করবেন না, কোনো অফিসে সেবা পাওয়া যাবে না।

কুমারখালীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস -২০২০ উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বঙ্গবন্ধু’র প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে শনিবার সকাল ৮ টায় কুমারখালী রেলস্টেশন সংলগ্ন বঙ্গবন্ধু’র প্রতিকৃতিতে প্রশাসন,মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, রাজনৈতিক, সামাজিক,শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ্য থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠান শেষে স্থানীয় আবুল হোসেন তরুন অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কুষ্টিয়া -০৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ।

এসময় উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান খান, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান লালু, উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) এম এ মুহাইমিন আল জিহান,সাবেক কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা হাজী মোকাদ্দেস হোসেন, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতির সভাপতি আবুল মনসুর মজনু সহ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন ।

আলোচনা সভা শেষে দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ।

কুষ্টিয়ায় তাঁতীলীগের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবসের র্যালী ও আলোচনা সভা

১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে কুষ্টিয়ায় র্র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার সকাল ১০টায় সদর জেলা তাতীলীগ কার্যালয়ের সামনে থেকে র্যালী বের হয়ে কুষ্টিয়া সরকারী কলেজে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।
পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহবায়ক রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন তাতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সদস্য সচিব হাজী হারুন আর রশীদ।
যুগ্ম আহবায়ক বিপুল হোসেনের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বিশিষ্ট তাতীলীগ নেতা সরোয়ার হোসেন, মেজবার রহমান, মেজবাহুর রহমান লিগার, আক্কাস আলী, পলাশ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ১৫ আগষ্ট আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে মুছে দিতে চেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধজাত এই দেশটিকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে। কিন্তু এত সহজেই কি মোছা যায় জাতীর জনকের নাম আর তার স্বপ্নজাত দেশটিকে? ইতিহাসে এই আমরাই তো একমাত্র জাতি যারা সশস্ত্র সংগ্রাম করে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি একটি মানুষের ডাকে, একটিমাত্র রণমন্ত্র কণ্ঠে ধারণ করে। সেই মানুষটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আরো বলেন, যারা প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতীর জনককে হত্যা করেছিল তাদের আমরা কঠোর শাস্তি চাই।

এ অনুষ্ঠানে সকল উপজেলার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। দোয়া করেন তাতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সদস্য সচিব হাজী হারুন আর রশীদ।